তামাকের উপর কর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, মিথ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পটভূমি:- বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম অব্যাহত বৃদ্ধি পেলেও খুবই অবাক বিষয় হলো এর প্রভাব তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়। এমনকি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও তামাকের বাজার ব্যবস্থায় কোনো প্রভাব ফেলেনা। যার প্রেক্ষিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য মানুষের কাছে দু:সাধ্য হয়ে গেলেও তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য মানুষের কাছে সস্তা হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন মেটাতে মানুষ শাক-সবজি, ফল, ডিম, দুধসহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার গ্রহন করা কমিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থায় তামাক ও সকল স্বাস্থ্যহানিকর পণ্যের কর বাড়িয়ে পুষ্টিকর খাবারের উপর ভর্তূকি প্রদান করতে পারে। এতে করে দেশের জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি ২.৭ মিলিয়ন মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

- *একজন তামাক ব্যবহারকারীর বাৎসরিক মাথাপিছু স্বাস্থ্যব্যয় ৫ হাজার ৪১১ টাকা*
- *গত ১২ বছরে বাংলাদেশের জনগনের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুন।*
- *তামাকজাত পণ্যের বৈশ্বিক গড় মূল্যের বিপরীতে বাংলাদেশে মূল্য মাত্র ২০ শতাংশ।*
- *তামাক চাষ অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর খাদ্য সংকট তৈরী করবে।*

তামাক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট জনস্বাস্থ্য ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তুতামাক কোম্পানির নানান মিথ্যাচার ও নানা ছলচাতুরীর কারণে তামাকজাত পণ্যের মূল্য সেভাবে বৃদ্ধি পায়না এবং কোম্পানিগুলো নানা উপায়ে সরকারের কর ফাঁকি দেয়। এই পলিসি পেপারের মাধ্যমে বহুলব্যবহৃত তামাকের সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র, তামাক কোম্পানির একাধিক বহুল প্রচারিত মিথ ও বাস্তবতা এবং প্রচলিত কর কাঠামোর মাধ্যমে কিভাবে তামাকজাত পণ্যের মূল্য কমিয়ে রাখা হয় এই বিষয়গুলোর সপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হবে।

উদ্দেশ্য:-

১. **ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সামাঞ্জস্য রেখে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা**
২. **একাধিক তামাকজাত দ্রব্যের একাধিক মূল্যস্তরর নিষিদ্ধকরণ**
৩. **তামাকজাত পণ্যের উপর এড ভ্যালোরেম করকাঠামোর পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপ করা**
৪. **তামাকজাত দ্রব্যের মূল্যের সুক্ষ কারসাজি রোধ করা**

মিথ:- বাংলাদেশে ব্যবসারত তামাক কোম্পানিগুলো নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন অনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে নানারকম মিথ প্রচার করে। নিম্নে কয়েকটি প্রচলিত মিথ এবং এর পিছনের বাস্তবতা তুলে ধরা হলো-

১. **রাজস্ব ও চোরাচালান মিথ-** বাংলাদেশের একটি অতি প্রচলিত মিথ হলো তামাক কোম্পানিগুলো সরকারকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ট্যাক্স দেয়। কিন্তু এই কোম্পানি থেকে অর্জিত রাজস্বের ৯৪ শতাংশেরও অধিক আসে জনগনের ভ্যাট থেকে এবং কোম্পানি দেয় মাত্র ৮১৬ কোটি টাকা (মাত্র ৬%)। এছাড়া প্রতি বছর তামাক খাত থেকে সরকারের উপার্জিত রাজস্বের বিপরীতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ সরকারের ৭.৫ হাজার কোটি টাকার অধিক ব্যয় হওয়ার বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুসারে, কর ও মূল্য বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে সিগারেট চোরাচালান বেড়ে যাবে এবং দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কিন্তু, যেসকল পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে তামাকজাত দ্রব্য চোরাচালানের তথ্য পাওয়া যায় সেসব দেশে সিগারেটের দাম বাংলাদেশের তুলনায় অধিক। তাছাড়া, একাধিক গবেষণায় পাওয়া যায়, বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি হওয়া অবৈধ ও নকল সিগারেট/বিড়ি মোট উৎপাদিত সিগারেট/বিড়ির মাত্র ২ শতাংশ যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই নগন্য। সুতরাং, সিগারেট চোরাচালানের বিষয়টি কোম্পানি কর্তৃক প্রচারিত কল্প কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. **মূল্য বৃদ্ধি মিথ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ-** তামাক কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয় 'তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে গরীব মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে'। অথচ, মূলস্তরভেদে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২.৬%, ৩.২%, ৯%, ৫.১৯%। গত ১২ বছরে বাংলাদেশের জনগনের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুন। সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য। গত ৪ বছরে ডিম, দুধ, চাল ও আটার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০%-১০০% এর আশেপাশে। এর মধ্যে শুধু গত ১ বছরেই এই বৃদ্ধির হার ২৫-১০০ শতাংশ। অথচ ব্যতিক্রম শুধু তামাকজাত পণ্য।

১০ শলাকা বিশিষ্ট সিগারেট	বিভিন্ন অর্থবছরের মূল্য				গত ৪ বছরে মূলবৃদ্ধি	গত ৪ বছরে মূলবৃদ্ধির শতকরা হার	শেষ ১ বছরে মূলবৃদ্ধির শতকরা হার
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩			
নিম্ন মূল্যস্তর	৩৭ টাকা	৩৯ টাকা	৩৯ টাকা	৪০ টাকা	৩ টাকা	৮%	২.৬%
মধ্যম মূল্যস্তর	৬৩ টাকা	৬৩ টাকা	৬৩ টাকা	৬৫ টাকা	২ টাকা	৩.২%	৩.২%
উচ্চ মূল্যস্তর	৯৩ টাকা	৯৭ টাকা	১০২ টাকা	১১১ টাকা	১৮ টাকা	১৯.৩৫%	৯%
অতি-উচ্চ মূল্যস্তর	১২৩ টাকা	১২৮ টাকা	১৩৫ টাকা	১৪২ টাকা	১৯ টাকা	১৫.৫%	৫.১৯%

চিত্র- গত ৪ বছরে সকল মূল্যস্তরের সিগারেটের মূল্য পরিবর্তন

পণ্যের নাম	বিভিন্ন সালের মূল্য				গত ৪ বছরে পণ্যের মূলবৃদ্ধি	গত ৪ বছরে মূলবৃদ্ধির শতকরা হার	শেষ ১ বছরে মূলবৃদ্ধির শতকরা হার
	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২			
ডিম (হালি)	৩২-৩৪ টাকা	৩৩-৩৪ টাকা	৩৩-৩৫ টাকা	৪৮-৫০ টাকা	১৬ টাকা	± ৫০%	± ৪৫%
গুড়াদুধ (কেজি)	৪২০-৪৫০ টাকা	৪৪০-৪৫০ টাকা	৫৫০-৬০০ টাকা	৭০০-৭৫০ টাকা	২৮০-৩০০ টাকা	± ৬৫%	± ২৭%
চাল (কেজি)	৫০-৫৫ টাকা	৫০-৫৫ টাকা	৫৫-৬০ টাকা	৬৮-৭২ টাকা	১৮-২০ টাকা	± ৩৬%	± ২৪%
আটা (কেজি)	৩৪-৩৬ টাকা	৩৩-৪২ টাকা	৩২-৩৫ টাকা	৭০-৭২ টাকা	৩৬ টাকা	± ১০০%	± ১০০%
চিত্র- গত ৪ বছরে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তন							

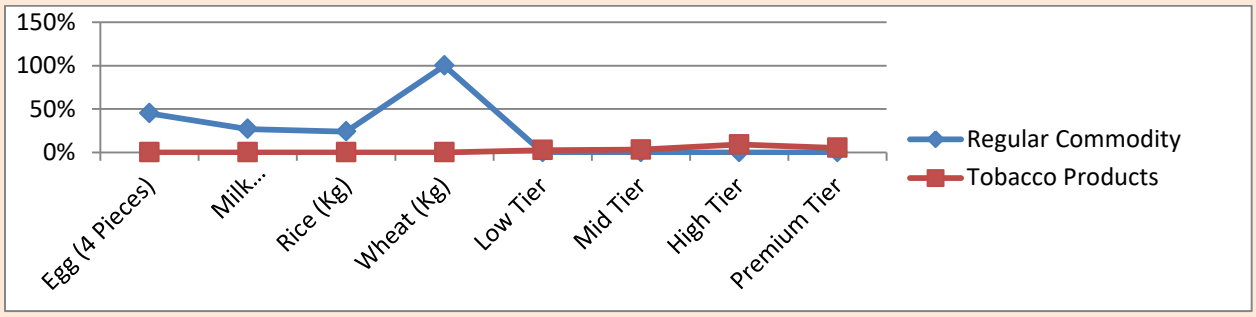

চিত্র- গত ১ বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং সিগারেটের মূল্য পরিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র

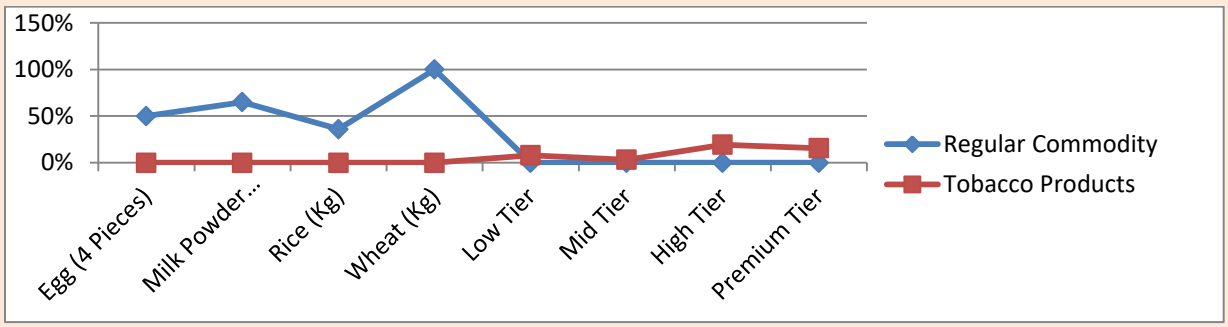

চিত্র- গত ৪ বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং সিগারেটের মূল্য পরিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র

৩. **তামাকজাত দ্রব্যের ভিন্ন মূল্যস্তরঃ**- তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির বিষয়টি উত্থাপিত হলেই তামাক কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হয় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের তুলনায় বাংলাদেশে তামাকের উপর উচ্চ কর আরোপ করা হয়। কিন্তু প্রচলিত এড ভ্যালোরেম কর পদ্ধতি একাধিক মূল্যস্তরের পণ্যের মধ্যকার ব্যবধানকে প্রশস্ত করে মূল্য বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করে। মূল্যস্তরের এই ভিন্নতার সুযোগে বিএটিবি এবং জেটিআই মাত্র ৯ বছরে নিম্ন-স্তরের সিগারেটের বাজারের ৭২% শেয়ার দখল করেছে। এছাড়া, নিম্নস্তর ও অন্যান্য মূল্যস্তরের মধ্যে মূল্য ও করের বিশাল ব্যবধানের ফলে (৫৭%, ৬৫%) অপ্রাপ্তবয়স্ক, তরুন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী সহজেই মাঝারি থেকে নিম্ন স্তরে স্যুইচ করতে পারে। কর কাঠামোর জটিলতার কারণে প্রতিবছর খুব সামান্য পরিমাণে কর বৃদ্ধি পেলেও বিক্রয়মূল্য আদতে ভোক্তার নাগালের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। সুতরাং তামাকজাত পণ্যের উপর আরোপিত করকাঠামো কোনোভাবেই দরীদ্রবান্ধব নয়।

৪. **মূল্যের সুক্ষ কারসাজিঃ-** সিগারেটের প্যাকেটে মুদ্রিত খুচরা মূল্যের পূর্বে বা পরে সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন শব্দটি উল্লেখিত না থাকা এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ থাকায় কোম্পানি এবং খুচরা বিক্রেতা উভয়েই স্থানভেদে ১৫-৩৬ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে। এই অতিরিক্ত মূল্যের উপর কোনো প্রকার কর ধার্য না হওয়ায় কারণে প্রতিবছর প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। নিম্নে শলাকা এবং প্যাকেটপ্রতি কত টাকা অতিরিক্ত মূল্য আদায় করা হয় তার একটি চিত্র দেখানো হলো;-

সিগারেটের ধরন	উল্লেখিত মূল্য অনুযায়ী শলাকাপ্রতি খুচরা মূল্য	শলাকাপ্রতি খুচরা বিক্রয়মূল্য	প্যাকেটে উল্লেখিত মূল্য	সিগারেট প্যাকেটের বিক্রয়মূল্য
নিম্ন মূল্যস্তর	৪ টাকা	৫ টাকা	৮০ টাকা	৯৫-১০০ টাকা
মধ্যম মূল্যস্তর	৬.৫০ টাকা	৭ টাকা	১৩০ টাকা	১৩৮-১৪০ টাকা
উচ্চ মূল্যস্তর	১১.১০ টাকা	১২ টাকা	২২২ টাকা	২৩৫-২৪০ টাকা
অতি- উচ্চ মূল্যস্তর	১৪.২০ টাকা	১৬ টাকা	২৮৪ টাকা	৩১৫-৩২০ টাকা

৫. **প্রচলিত কর কাঠামো পরিবর্তনে জটিলতা:-** তামাকজাত পণ্যের করকাঠামো পরিবর্তনের কথা আসলে বিভিন্ন জটিলতার কথা বলে এটিকে বাধাগ্রস্থ করা হয়। কারণ, সুনির্দিষ্ট কর কাঠামো মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুনির্দিষ্ট কর আরোপের বিধান বাংলাদেশে নুতন কিছু নয়। মোবাইল সিম কার্ডসহ ব্যাগেজ বিধিমালা- ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের বাইরে থেকে বেশ কয়েকটি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য ব্যাতিরেকে শুধুমাত্র পরিমানের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের বিধান রয়েছে। এছাড়া, প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে আগামী অর্থবছরে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবি বাস্তবায়িত হলে সরকার অতিরিক্ত ৯ হাজার কোটি টাকার অধিক রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হবে।

৬. **ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের রাজস্ব মিথ:-** বাংলাদেশের ২২ মিলিয়ন নারী ও পুরুষ (মহিলা ২৪.৮%, পুরুষ ১৬.২%) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য গ্রহন করলেও উক্ত খাত থেকে সরকারের আয় তামাক খাত থেকে প্রাপ্ত মোট রাজস্বের মাত্র ০.১২%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব মাত্র ৩১.৯৯ কোটি টাকা। বাজার গবেষণা করে মোট ৩৮৭ টি ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী ও ৭৮৮ টি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। অথচ, কোম্পানিগুলোর অধিকাংশেরই কোনো প্রকার বৈধ নিবন্ধন নেই এবং সরকার বিশাল অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে।

স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রয়োজনীয় খাবারে ভর্তুকি প্রদান:- বাংলাদেশের জনগন সিগারেটের পিছনে গড়ে ১০৭৭ টাকা এবং বিড়ির পিছনে ৩৪১ টাকা ব্যয় করে। প্রতিবছর একজন তামাক ব্যবহারকারীর মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয়ের পরিমান ৫ হাজার ৪১১ টাকা। বাংলাদেশের ০.৪ শতাংশ এবং ২.৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় ফলমূল এবং শাক-সবজি গ্রহণ করে। তামাকসহ সকল স্বাস্থ্যহানিকর পণ্যের মোড়কজাতকরণের পাশাপাশি করারোপ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ- ফিজিতে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য তামাক ও এলকোহলের উপরে উল্লেখযোগ্য হারে কর বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশুদের স্থুলতা নিয়ন্ত্রণে সকল কোমল পানিয়ের উপরে উচ্চহারে কর বৃদ্ধি করে আশানুরুপ ফল পাওয়া গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীব্যাপী যতগুলো গবেষণা হয়েছে তার কোনটিতেই তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কোনো উপকারী দিক খুঁজে পাওয়া যায়নি। কর বৃদ্ধির সাথে রাজস্ব ক্ষতির কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তামাক পণ্যের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আয়ে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সধিত হয়। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিউজিল্যান্ড। এছাড়াও, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধির ফলে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এটি শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক দিয়েও একজন ব্যক্তি ও তার পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এসডিজি লক্ষ্য-৩ পূরণ করতে এবং সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে জনগণের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা রক্ষায় দাম বাড়ানোর পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের উপর করের বোঝা বৃদ্ধিকরণ, স্তরকাঠামো পরিবর্তন, কর ফাঁকির হার হ্রাস করা ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী চুড়ান্ত করা খুবই প্রয়োজন। তামাকের ব্যবহার ও উৎপাদন না কমিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

বিগত বছরগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির বিপরীতে তামাকের মূল্য বৃদ্ধি না হওয়ার পিছনে মূল কারণ তামাকজাত পণ্যের উপর প্রচলিত কর কাঠামোর দূর্বলতা প্রধান কারণ বলে বিবেচিত। উপরোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিম্নে কয়েকটি কার্যকর সুপারিশ উল্লেখ করা হলো:

- ব্যাগেজ বিধিমালা- ২০১৬ অনুযায়ী তামাকের উপর প্রচলিত কর ব্যবস্থা বাতিল করে সুনির্দিষ্ট কর ব্যবস্থা আরোপ করা
- তামাকের উপরে নির্ভরশীলতা কমিয়ে কর আদায়ের অন্যান্য শক্তিশালী মাধ্যম খুজে বের করা
- ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের ভিত্তিমূল্য ও কর বৃদ্ধি করা
- তামাকের মূল্যস্তর কাঠামো বাতিল করা
- তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ও শক্তিশালী করনীতি প্রণয়ন করা
- খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ করতে হবে
- স্বাস্থ্য ক্ষতি ও স্বাস্থ্য ব্যয় বিবেচনায় রেখে কর কাঠামো পুনর্গঠণ করতে হবে
- অতিসত্তর তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী চূড়ান্তকরণ
- কর আদায় ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করতে হবে

বিশ্লেষণ পদ্ধতি-

- জনস্বাস্থ্য ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ
- ২০০৩ সাল থেকে ২০২২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ৪০০ এর অধিক সংবাদ বিশ্লেষণ
- ঢাকা, যশোর, ঝিনাইদহ ও সাতক্ষীরা জেলাস্থ কয়েকটি বাজারের তামাক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ
- তামাক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা থেকে সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সংযুক্তকরণ
- তামাক কোম্পানিগুলোর ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, ও বাৎসরিক আর্থিক প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ
- WHO, The UNION, CTFK, GATS, GGTC, SEATCA, NBR, Bangladesh Cancer Society, World Bank, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকাশনা ও ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ

গবেষণা ও বিশ্লেষণঃ

- মিঠুন বৈদ্য, প্রকল্প কর্মকর্তা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
- এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, কারিগরি উপদেষ্টা, দি ইউনিয়ন
- সৈয়দা অনন্যা রহমান, কর্মসূচী প্রধান, টিসি; এনসিডি, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

- ড. মোঃ নুরুল আমিন, পরিচালক-গবেষণা (উপসচিব), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট
- ব্যুরো অফ ইকোনমিক রিসার্চ (বিইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- টিসিআরসি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
- ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশান
- এইড ফাউন্ডেশন
- সুশান্ত সিনহা, তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক ও বিশেষ প্রতিনিধি, একাত্তর টেলিভিশন

BIBLIOGRAPHY

১. খাদ্যপন্যের বাড়তি দাম পুষ্টি ঘাটতি বাড়াচ্ছে, বণিক বার্তা
২. পর্যাপ্ত সবজি ও ফল গ্রহণে রক্ষা পাবে ২৭ লাখ জীবন, CLPA
৩. Tobacco Revenue Myths and Company Ill tactics, SK Sinha
৪. The cost of tobacco use is enormous in Bangladesh and it's raising, Revenue Deficit, Bangladesh Cancer Society
৫. চোরাচালান এড়াতে সিগারেটে অতিরিক্ত কর নয়, Risingbd.com
৬. Cigarette price in Europe Countries, STATISTA
৭. Illicit Tobacco trade in Cigarettes, World Bank Group
৮. Purchasing Power of Bangladesh People, KNOEMA
৯. দ্রব্যমূল্য, শ্রমিকের জীবন ও মজুরি প্রশ্ন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)
১০. GDP Growth between 2010 to 2020, KNOEMA
১১. Cigarette price change in last few years, NCBI
১২. গত কয়েক বছরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চিত্র, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)
১৩. Disadvantages of Ad Valorem tax Method, CTFK
১৪. Cigarette Tax Structure, Thr Daily Star
১৫. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, NBR
১৬. A decade of cigarette taxation in Bangladesh, NCBI
১৭. ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার, কালের কণ্ঠ
১৮. Advantages of Specific Tax Method, Economicshelp
১৯. ১৬৪-আইন/২০১৬/২৬-কাস্টমস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০. Provide free heart disease treatment by the additional revenue from tobacco industry, BNTTP
২১. Global adult tobacco survey (GATS), Bangladesh 2017
২২. Only 45% of smokeless tobacco factories pay taxes in Bangladesh, Dhaka Tribune
২৩. তামাকের রাজস্ব মিথ ও তামাক কোম্পানির কুটকৌশল, সুশান্ত সিনহা, তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক
২৪. ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রনে করণীয়, TCRC, DIU
২৫. Tobacco Control Research Cell, SLT Product
২৬. The average expenditure of a smoker, WHO & CDC
২৭. Economic cost of Tobacco use in Bangladesh, Bangladesh cancer Society
২৮. বাংলাদেশের মানুষের শাক-সবজি আহারের চিত্র, Risk Factors for Non-communicable Diseases in Bangladesh - 2018
২৯. Fiji's Tax Increase on tobacco, World Heart Federation
৩০. World's Best practice in Tobacco Control, ResearchGate
৩১. Effectiveness of Tobacco tax Increase in India, TID

Work for a Better Bangladesh Trust

গবেষণায়
ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

The Union

কারিগরি সহযোগিতায়
দি ইউনিয়ন